ফয়যানে রবিউল আউয়াল

05-September-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِیْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَیْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে (মাযারে) একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে সেই ফেরেশতা আমার নিকট তার নাম ও তার পিতার নামসহ পেশ করবে, (এবং বলবে) অমুকের ছেলে অমুক আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে

থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়াল ইসলামী মাসের তৃতীয় মহান মাস। এই মাস ফযীলত, সৌভাগ্য, রহমত এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের সমষ্টি। আশিকানে রাসূল এই মুবারক মাসকে মিলাদের মাস নামেও স্মরণ করে, কেননা ঐ পবিত্র সত্তা যাঁকে আল্লাহ পাক সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, যাঁর জন্য সমস্ত জগতকে সাজানো হয়েছে, সেই মহত্ববান নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসেই দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। এই মাসের সকল ফযীলত, সৌভাগ্য ও বরকত নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদতের সদকায় নসীব হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় আজকের বয়ানে আমরা এই মুবারক মাসের ফযীলত, বরকত, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মিলাদ উদযাপনের ঘটনাবলী, এই মাসে কৃত নেক আমলের ব্যাপারে শুনবো এবং এটাও শুনবো যে, আমাদের এই মাস কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যতে এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনার তৌফিক নসীব করুন। آمين

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়াল মাসের এতো ফযীলত কেনো অর্জিত হলো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাকারিয়া বিন মাহমুদ কাযভীনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটি ঐ মুবারক মাস, যাতে আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সদকায় পৃথিবীবাসীর জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন, এই মাসের বার (১২) তারিখ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদত (জন্ম) হয়। **(আজায়িবুল মাখলুকাত, ৬৮ পৃষ্ঠা)**

“রবিউল আউয়াল” বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যে সৌভাগ্য রবিউল আউয়াল মাসের অংশে এসেছে, তা অন্য কোন মাসের নসীব হয়নি। রবিউল আউয়ালের অর্থ কি, আসুন! শুনি:

“রবিই” বলা হয় “বসন্তকাল”কে অর্থাৎ শীত ও গরমের মধ্যবর্তী যে ঋতু হয়ে থাকে তাকে “রবিই” বলা হয়। আরবরা বসন্ত কালের শুরুর দিন গুলোকে “রবিউল আউয়াল” বলতো, এই ঋতুতে মাশরুম (বর্ষায় ভেজা কাঠের উপর ছাতার ন্যায় এক ধরনের ঘাস জন্মায়, একে উর্দূতে কুহম্বি বলে, আর বাংলায় মাশরুম বলে) এবং ফুল ফুটতো আর যখন ফল ধরতো তখনকার দিনগুলোকে “রবিউল আখির” বলতো। যখন মাস সমূহের নাম রাখা হলো তখন “সফর” এর পরের এই দু’টি ঋতুর নামানুসারে “রবিউল আউয়াল” ও “রবিউল আখির” নাম রাখা হলো।

(লিসানুল আরব, ১/১৪৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ না আনলে কোন ঈদ, ঈদ হতো না, কোন রাত শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তির রাত হতো না। বরং বিশ্বজগতের সকল আলো এবং শান প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধুলির সদকা। এই মুবারক মাসের বার (১২) তারিখ অতি সৌভাগ্য ও মহত্বপূর্ণ, কেননা ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদত হয়েছে। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, ১০৪ পৃষ্ঠা। মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৭৫)**

এই কারণেই এই দিনে আশিকানে রাসূল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মিলাদ মাহফিল সাজিয়ে থাকে এবং আল্লাহ পাকের রহমতের অংশীদার হয়। আসুন! এই সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি।

ফেরেশতাদের নূর

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার সেই মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম, যা মক্কা শরীফে রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ মাওলিদুন্নবী (অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদতের স্থানে) হয়েছিলো। যখন বিলাদতের আলোচনা করা হচ্ছিলো তখন আমি দেখলাম যে, হঠাৎ সেই মাহফিল থেকে কিছু নূর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো, আমি সেই নূরের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম যে, তা আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের নূর ছিলো, যারা এরূপ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে। **(সীরাতে মুস্তফা, ৭২, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, জশনে ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিলে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়, আল্লাহর নূর মুষলধারে বর্ষিত হয়, রহমতের ফেরেশতারা মিলাদ শরীফের মাহফিলে অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং মিলাদ উদযাপনকারীদের নিজেদের নূরানী ডানা দ্বারা ঢেকে নেয়। মিলাদ শরীফ উদযাপনকারীদের প্রতি আল্লাহ পাক খুশি হন এবং তাদের প্রতি তাঁর পুরস্কার ও উপহারের বর্ষণও করে থাকেন। নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ উদযাপন করা, মিলাদের মাসে নিজের ঘর, মহল্লা বরং নিজের গাড়িকে মাদানী পতাকা, রঙিন লাইট দ্বারা সাজানো, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখতেই নেক আমল এবং দরূদ শরীফে আধিক্য করা, মিলাদ শরীফের মাহফিল করা এবং এতে অংশ গ্রহণ করা প্রতিদান ও সাওয়াবের উপায় এবং মাগফিরাত অর্জনের মাধ্যম।

আমাদের উচিৎ যে, যখনই সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতি বা মাদানী মুযাকারা দেখা বা শুনার সৌভাগ্য হয় তখন আদবের সাথে মনযোগ সহকারে শুনার অভ্যাস গড়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ২৬তম পারা সূরা ফাতাহ এর ৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর রাসূলের আদব ও সম্মান করো।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে রয়েছে: জানা গেলো! আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আদব ও সম্মান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এখানে আল্লাহ পাক তার তাসবীহ (পবিত্রতা) এর উপর তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আদব ও সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে ঈমান আনয়নের পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান করে, তার সফলতা ও উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার ঘোষণা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরন করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৯/৩৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আশিকানে মাহে মিলাদ! আমরা রবিউল আউয়ালের ফযীলত ও এর বরকত সম্পর্কে শুনছিলাম। রবিউল আউয়ালের মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো! সে জগতের সবচেয়ে বেশি মহত্ব ও শান সমৃদ্ধ মনিষী অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কই এই মাসের শান ও মহত্বকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে, আর এই বারোতম রাতকে নূরানী বানিয়ে দিয়েছে, কেননা এই মাসে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় রহমত আমরা গুনাহগারদের নসীব হয়েছে আর আপন মাহবুব আমাদের দান করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই রহমত অর্জনের কারণে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর রহমতের জন্য খুশি উদযাপন করা, কেননা রহমত অর্জনে খুশি উদযাপন করার নির্দেশ আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে দিয়েছেন, যেমনটি

১১তম পারা সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: হে মাহবুব! মানুষকে এই সুসংবাদ দিয়ে এই নির্দেশও দিন যে, আল্লাহ পাকের দয়া এবং তাঁর রহমত অর্জনে ব্যাপক খুশি উদযাপন করো। সাধারণ খুশি তো সর্বদা উদযাপন করো এবং বিশেষ খুশি ঐ তারিখে যখন এই নেয়ামত এসেছে অর্থাৎ রমযানে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ “কুরআন” এসেছে, রবিউল

আউয়ালে বিশেষ করে বারো তারিখে رَحۡمَةٌ لِّلۡعٰلَمِيۡن অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্ম গ্রহণ করেন। এই দয়া ও রহমত বা এর খুশি উদযাপন করা তোমাদের দুনিয়াবী জমাকৃত ধন ও সম্পদ, টাকা পয়সা, জায়গা সম্পত্তি, পশু পাখি, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি সবকিছুর চেয়ে উত্তম, কেননা এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতিগত। সাময়িক নয় বরং স্থায়ী। শুধু দুনিয়ায় নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের। শারীরিক নয় বরং মানসিক ও রূহানী। নষ্ট নয় বরং এতে সাওয়াব রয়েছে।

(তাফসীরে নাঈমী, ১১তম পারা, সূরা ইউনুস, ৫৮নং আয়াতের পাদটীকা, ১১, ৫৮/৩৭৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! রবিউল আউয়াল মাস এবং বিশেষ করে এই মুবারক মাসের বারো তারিখ খুবই মহত্বপূর্ণ ও বরকতময়, কেননা এই বারভী তারিখে শিরক ও বর্বরতার সকল অন্ধকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে আলোই আলো ছেঁয়ে গেছে। আনন্দের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام কাবার ছাদে পতাকা লাগিয়েছেন। ইরানের বাদশাহ কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্প এসে গেলো, তার প্রাসাদে ফাটল ধরে গেলো। এক হাজার বছর ধরে জ্বলা আগ্নেয়গিরি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নিভে গেলো। আল্লাহ পাকের আদেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। শয়তানের মুখ কালো হয়ে গেলো, আশিকানে রাসূলের জন্য ঈদেরও ঈদ। যা শবে কদরের চেয়েও উত্তম।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শুভাগমনের রাত শবে কদরের চেয়েও উত্তম। কেননা বিলাদতের রাত প্রিয় নবী

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র এই দুনিয়ায় শুভাগমনের রাত আর শবে কদর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান কৃত একটি রাত। তো যে রাত রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র সত্তা প্রকাশিত হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানিত, যা ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে। অর্থাৎ শবে কদর। **(মা-ছাবাতা বিস সুন্নাহ্, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উচিৎ যে, শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে এই দিনটি (অর্থাৎ বারভী শরীফ) এবং বিশেষ করে পুরো রবিউল আউয়ালেই নেক আমল করে অতিবাহিত করা, এই পবিত্র মাসে ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করুন। ফরয নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করুন। ইশরাক চাশতের নামাযও আদায় করুন। আওয়াবিনের নামাযও আদায় করুন। অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করুন। অধিকহারে দান ও সদকা করুন। মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দিন। তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। মাদানী কাফেলায় শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও নিয়ে সফর করুন। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করুন এবং রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম ১২দিনে হওয়া মাদানী মুযাকারা দেখার চেষ্টা করুন।

নফল রোযার ব্যবস্থা রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের নিশ্বাসের কোন ভরসা নেই, জানি না কখন এই নিশ্বাস এবং এর সাথে আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের নেকী করার কোন সুযোগ হাতছাড়া

করা উচিৎ নয়। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে জীবনে আরো একবার রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস আমাদের দেখা নসীব হয়েছে, সুতরাং এর এক একটি দিনের কদর করে অধিকহারে নেক আমল করুন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হতে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াব পেশ করার নিয়্যতে এই মাসের প্রথম তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত নফল রোযা রাখুন। বিশেষ করে বারো তারিখে তো রোযা রাখার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের জন্ম দিবস উদযাপন করতেন।

হযরত আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: এই দিন আমার জন্ম হয় এবং এই দিনই আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। **(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫০)**

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার আশিকে রাসূলের পরিচয় হলো, সে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিজের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে রাসূলের আনুগত্যকে নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নেয়। এর একটি উদাহরণ হলো আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক সত্তা। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বারভী শরীফ এবং বিশেষকরে প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখেন এবং নিজের মুরীদদের ও ভালোবাসা পোষণকারীদেরও সোমবার শরীফের রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, মুস্তফার স্মরণে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবার, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দেরও বারভী শরীফের রোযা রাখার দাওয়াত দিয়ে

আল্লাহ পাকের এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াব উপস্থাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকতের অধিকারী হওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে নবীকে স্মরণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের শেষ নবী, নবীয়ে মুকাররম, মুহাম্মদের মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা আমাদের ঈমানের ভিত্তি এবং একটি নিদর্শন হলো, মাহবুবের স্মরণ অধিকহারে করা। বর্ণিত ভালোবাসার আছে: "مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهٖ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তাকে অধিকহারে স্মরণ করে।

(জামে' সগীর, ৫০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩১২)

এমনিতে তো আমাদের সারা বছরই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা এবং নিজের কাজকর্ম ও আচার আচরণের মাধ্যমে তাঁর ভালবাসাকে বহিঃপ্রকাশ করা উচিৎ, কিন্তু বিশেষ করে তা রবিউল আউয়ালের পবিত্র দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এই স্মরণের একটি অনন্য মাধ্যম হলো নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা দরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

দরূদ শরীফের বরকত

দরূদে পাকের বরকতে অন্তরের পরিছন্নতা এবং রিযিকে বরকত হয়ে থাকে। পুলসিরাতে সহজতা নসীব হবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

শাফায়াত নসীব হবে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই বরকতময় মাসে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে নফল নামায আদায় করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা রবিউল আউয়াল মাসের নেক আমল সম্পর্কে শুনছিলাম। রবিউল আউয়ালে আল্লাহ পাক এবং তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভকারী আমল করুন। এর একটি অনন্য মাধ্যম হলো অধিকহারে নফল নামায পড়া। তাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ও ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করতেন।

মাদানী মুযাকারা ও জুলুসে মিলাদ

হে আশিকানে মিলাদ! রবিউল আউয়াল মাসে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি ★ সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ছাড়াও রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলে হওয়া প্রতিদিনের মাদানী মুযাকারা এবং এর পূর্বে জুলুসে মিলাদ হয়ে থাকে, তা দেখা ও শুনার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। ★ নিজের ঘরে বিশেষ করে এই মুবারক দিনগুলোতে "মাদানী চ্যানেল" চালানোর বিশেষ ব্যবস্থা করুন, যাতে পরিবারের সবাই মিলাদের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যায়। ★ রবিউল আউয়ালের খুশি মাদানী চ্যানেলের সাথে উদযাপন করুন। ★ মাদানী মুযাকারা দেখা শুনার মাধ্যমে বন্টন করা ইলমে দ্বীন অর্জন করুন। ★ মাদানী চ্যানেলে দেখানো জুলুসে মিলাদে মারহাবা ইয়া মুস্তফার স্লোগান লাগিয়ে মাদানী পতাকা উড়ান, জুলুসে মিলাদের বরকত অর্জন

করুন। ★ রবিউল আউয়ালের প্রথম ১২ দিনে বিশেষ করে প্রতিদিন নাত মাহফিলের আয়োজন করুন। ★ রবিউল আউয়ালে প্রত্যেক আশিকে রাসূলের ঘরে সাধারণত জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এর শিক্ষার্থী এবং মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এর শিশুদের ঘরে বিশেষভাবে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিৎ। ★ যখনই মাদানী মুযাকারা দেখবে ও শুনবে তখন প্রশ্নোত্তর লিখার ব্যবস্থা করুন। এতেও ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পাবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "মাদানী মুযাকারা"

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه! বর্তমান যুগের ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব বরং ওলীয়ে কামিল, তিনি প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী মুযাকারা করেন, অর্থাৎ সারা বিশ্বের আশিকানে রাসূল তাফসীর, হাদীস, শরীয়ত, ত্বরিকত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আমীরে আহলে সুন্নাত তাদের উত্তর প্রদান করেন। এই মাদানী মুযাকারা মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

★ মাদানী মুযাকারা আকীদা ও আমল সংশোধনের একটি উত্তম মাধ্যম ★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন পর্যন্ত অসংখ্য কাফের মাদানী মুযাকারা দেখে কালেমা পড়েছে। ★ লক্ষ লক্ষ বে নামাযী নামাযী হয়ে গিয়েছে * অসংখ্য অন্তরের সংশোধন হয়েছে।

আপনিও মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم ইলমে দ্বীন অর্জন হবে ★ আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জিত হবে ★ ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে ★ গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে ★ নেকীর চেতনা নসীব হবে ★ চরিত্র ও নৈতিকতায় উন্নতি সাধন হবে। প্রতি শনিবার ইশার

নামাযের পর নিয়মিত মাদানী মুযাকারা দেখার নিয়্যত করে নিন! চাইলে নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে মাদানী চ্যানেলে মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করুন! অমুক স্থানে (যেমন অমুকের বাড়িতে) মাদানী মুযাকারা দেখার ব্যবস্থা করুন, ভালো হবে যে, সেখানে চলে যান। اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم অটলতা নসীব হবে।

জশনে বিলাদত উদযাপনের সাওয়াব

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" এ প্রবেশ করাবেন। মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদ মাহফিল উদযাপন করে আসছে, বিলাদতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, খাবারের আয়োজন করে এবং অধিক পরিমাণে দান খয়রাত করে আসছে। ব্যাপক আনন্দ প্রকাশ করে এবং মন প্রাণ থেকে খরচ করে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সৌভাগ্য পূর্ণ শুভাগমন উপলক্ষ্যে যিকির মাহফিলের ব্যবস্থা করে এবং এসকল নেক ও ভালো কাজের বরকতে তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়। **(মা-ছাবাতা বিস্সুন্নাহ্, ১৫৫ পৃষ্ঠা)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে বিশেষ ভাবে আনন্দচিত্তে এই মুবারক মাসকে নেকীতে অতিবাহিত করা, এই মাসে ইজতিমায়ে মিলাদের ব্যবস্থা করা, হাতে মাদানী পতাকা উড়ানো, জুলুসে মিলাদে যাওয়া, এইদিনে অধিকহারে দান সদকা করার অভ্যাস গড়া, اِنْ شَآءَ الله এর অশেষ বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে তাঁর মাকতুব (চিঠি) তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি পয়েন্ট আমরাও শুনি:

আত্তারের চিঠির পয়েন্ট

(১) চাঁদ রাতে এভাবে মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন: সকল আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।

(২) নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ সকল আশিকানে রাসূল রবিউল আউয়াল শরীফে বিশেষভাবে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন আর ইসলামী বোনেরা একমাস পর্যন্ত নিজ ঘরে (শুধুমাত্র পরিবারের ইসলামী বোন এবং মাহরামদের মাঝে) মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

(৩) যদি পতাকায় নালাইন শরীফের নকশা বা অন্য কোন লেখা থাকে, তবে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন যে, তা যেন টুকরা টুকরা হয়ে না যায়, মাটিতেও যেনো পড়ে না যায়, তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফ চলে যাবে, সাথে সাথে পতাকাগুলি খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন আর অসম্মানি হয়ে যায়, তবে নকশা বিহীন পতাকা উড়ান। (সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ ও যথাসম্ভব নিজ ঘরে নকশা বিহীন মাদানী পতাকা লাগায়।)

(৪) মাকতাবাতুল মদীনার লিখিত পামপ্লেট "জশনে বিলাদতের ১২টি পয়েন্ট" সম্ভব হলে ১১২টি অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি তাছাড়া সম্ভব হলে তবে বসন্তের প্রভাত পুস্তিকা ১২টি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ক্রয়

করে বন্টন করুন। বিশেষ করে ঐ সকল সংগঠনের নেতাদের নিকট পৌঁছান যারা জশনে বিলাদতের সাড়া জাগিয়ে থাকে।

(৫) ১২ তারিখ রাতে ইজতিমায়ে মিলাদে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় হাতে মাদানী পতাকা নিয়ে, দরূদ ও সালামের স্লোগান তুলে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে খুশি মনে সাক্ষাত করুন আর সারাদিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করে ঈদ উদযাপন করুন।

(৬) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের জন্ম দিন পালন করতেন। আপনিও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা উড়িয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন। যথাসম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন। নাত পাঠ করতে করতে, দরূদ সালামের ফুল ছড়িয়ে, দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে পথ চলুন। লাফালাফি করে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের জামাআত পাওয়ার ৭টি পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত মাদানী মুযাকারা "৪৩ পর্ব: শেষ সংক্ষিপ্ত সময়ে নামাযের পদ্ধতি" এর ১১ নং পৃষ্ঠা থেকে "নামাযের জামাআত পাওয়া" সম্পর্কিত ৭টি পয়েন্ট শুনুন: (১) যদি দীর্ঘ ঘুমের ভয় থাকে, তবে বিছানা বিছাবেন না, বালিশ রাখবেন না, কেননা বিনা বিছানা ও বিনা বালিশে ঘুমানোও সুন্নাত।

(২) ঘুমানোর সময় মনকে জামাআতের ব্যাপারে প্রচুর মানসিকতা দিন, কেননা চিন্তার ঘুম উদাসিন করে না। (৩) খাবার যথাসম্ভব খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, কেননা ঘুমানোর সময় পর্যন্ত খাবারের কারণে সৃষ্টি হওয়া বোঝার প্রভাব শেষ হয়ে যাবে আর তা দীর্ঘ ঘুমের কারণ হবে না। (৪) সবচেয়ে উত্তম প্রতিকার হলো, কম খাওয়া। পেট ভরে খেয়ে রাতের নামাযের আগ্রহ প্রকাশ করা বন্ধ্যা নারী থেকে সন্তান আশার করার ন্যায়, যারা অধিক খাবে, তারা অধিক পান করবে, যারা অধিক পান করবে, তারা অধিক ঘুমাবে, যারা অধিক ঘুমাবে নিজেই কল্যাণ ও বরকত হারাবে।

ঘোষণা

নামাযের জামাআত পাওয়ার অবশিষ্ট পয়েন্ট তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

নামাযের জামাআত পাওয়ার অবশিষ্ট পয়েন্ট

(৫) এভাবে অতিক্রম না হলে কিয়ামিল লাইল (অর্থাৎ রাতের ইবাদত) কমিয়ে দিন। ইশার নামাযের পর হালকা ও পূর্ণ দুই রাকাত নামায রাতের যে কোনো সময় পড়া যদিও অর্ধ রাতের পূর্বে তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ এতেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় হয়ে যাবে)। উদাহরণ স্বরূপ নয়টায় ইশার নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লো অতঃপর দশটার সময় উঠে দুই রাকাত নামায আদায় করলো তাহলে তাহাজ্জুদ হয়ে গেল। (৬) ঘুমানোর সময় আল্লাহ পাকের কাছে জামায়াতের দোয়া ও তার উপর ভরসা রাখা কারণ আল্লাহ পাক যখন আপনার সৎ উদ্দেশ্য এবং আপনার জামাআত লাভের সত্য আগ্রহ দেখবেন তখন অবশ্যই তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

(وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। **(পারা:২৮, তালাক, ৩)**

(৭) নিজ পরিবারবর্গ ইত্যাদি যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে নিন যে, জামাআতের পূর্বে যেন জাগিয়ে দেয়। এই সাতটি পরিকল্পনার পর যে কোনো সময় ঘুমান اِنْ شَآءَ اللّٰه, জামাআত ত্যাগ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং যদি কোনো দিন চোখ না খোলে এবং

জাগ্রতকারী ব্যক্তি ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে যায় (যেমন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র সাথে ঘটেছিল) তাহলে এটি আকস্মিক অপারগতা বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ এই সতর্কতার পর যদি ভুলবশত চোখ না খুলে এবং নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে না) এবং আশা করা যায় যে, সদিচ্ছা এবং ভালো উদ্দেশ্যের কারণে জামাআতের সাওয়াব পাবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৭/৮৮ - ৯১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের রহমতে প্রবেশের দোয়া

দাওয়াতে-ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী "রহমতে ইলাহিতে প্রবেশের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

(اَللّٰهُمَّ) رَبِّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَلِاَخِیۡ وَاَدۡخِلۡنَا فِیۡ رَحۡمَتِكَ ۫ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾

অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার মধ্যে আশ্রয় দাও আর তুমি সর্বাধিক দয়াময়। **(পারা:৯, সূরা: আ'রাফ,আয়াত:১৫১) (ফয়যানে দোয়া: ২৫৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি?

৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা

অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد